সমকাল

তারিখ 09 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

১৯ নারী মুক্তিযোদ্ধাকে ঢাবি অ্যালামনাইর সম্মাননা

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯ নারী মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের অ্যালামনাই ফ্লোরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের সম্মাননা দেওয়া হয়।

সম্মাননাপ্রাপ্ত বীর নারী মুক্তিযোদ্ধারা হলেন– নূরজাহান বেগম, মমতাজ বেগম, কাঞ্চনমালা, রাজিয়া খাতুন কমলা, নাজমা বেগম (বানু),

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

১৯ নারী মুক্তিযোদ্ধাকে ঢাবি

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

বালা), সালেহা বেগম, পইরবিন নেসা, রমেছা খাতুন, হাবিজা বেওয়া, ফাতেমা বেগম, শেখ ফাতেমা আলী, জাহারা খাতুন, লাইলী বেগম, ময়মুনা বেগম, হাসিনা বানু, সমলা বেওয়া, জোবেদা বেওয়া, সাহারা খাতুন ও করফুলি বেওয়া। সম্মাননা হিসেবে তাদের ৫০ হাজার টাকা, শাড়ি ও চাদর উপহার দেওয়া হয়।

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রকিবউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক নাসরীন আহমদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের মহাসচিব দেওয়ান রশিদুল হাসান ও যুগ্ম মহাসচিব রঞ্জন কর্মকার। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক মোল্লা মোহাম্মদ আবু কাওসার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক শেখ আবদুস সালাম, এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি ও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী সদস্য এ. কে. আজাদ, অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

সম্মাননাপ্রাপ্তির অনুভূতি প্রকাশ করে মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফাতেমা আলী বলেন, '১৯৭১-এ নির্যাতিত হয়েছি। শুধু তাই নয়, স্বাধীন বাংলাদেশেও আমরা নির্যাতনের শিকার। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি আমাদের পুনর্বাসনের আশ্বাস দিয়েছিলেন; কিন্তু তাকে হত্যার পর আমাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়াও আটকে যায়।' তিনি বলেন, 'বীরাঙ্গনা বলে চাকরি পাইনি আমি। এক মেডিকেল কলেজে আয়ার কাজ করতাম। ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার সরকার এলে সেটাও চলে যায়, তিনি বেছে বেছে বীরাঙ্গনাদেরই বের করে দেন।'

অপর নারী মুক্তিযোদ্ধা লাইলী বেগম বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীদের মূল্যায়ন করতে শিখিয়েছেন। আমরা তার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই।' তিনি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীর কাছে বীরাঙ্গনাদের গেজেট প্রকাশসহ ভাতা ও বাসস্থান নির্মাণ বরাদ্দের আবেদন জানান। সম্মাননাপ্রাপ্ত এই নারী মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ধর্ষণ ও নির্যাতনের কথা স্মরণ করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, 'মীর কাসেম আলীর ফাঁসি হওয়ায় আমি আনন্দিত। আমাকে কোর্টে হাজির হতে, কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। প্রমাণ হয়েছে, দেশে আইন বিভাগের স্বাধীনতা আছে। আমি কোর্টে যাব, নিজের বক্তব্য তুলে ধরব। ন্যায় বিচার হয়েছে। আদালতের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মন্ত্রী বলেন, 'খুব শিগগির আপনাদের গেজেট প্রকাশিত হবে। বীরাঙ্গনাদের জন্য বকেয়া ৭০ হাজার টাকা মাসিক ভাতা বরাদ্দ হয়েছে। ২৬ মার্চের আগে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে বরাদ্দ প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে তা অন্যদের দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে মাসিক ভাতা ১০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হবে। এ ছাড়া যাদের ২-৩ কাঠা জমি আছে, তাদের প্রত্যেককে বাড়ি করার জন্য আট লাখ টাকা করে বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে।'

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'বীরাঙ্গনাদের আত্মত্যাগের ফসল আমাদের স্বাধীনতা। কিন্তু আমরা তাদের সম্মান জানাতে দেরি করে ফেলেছি।'

সভাপতির বক্তব্যে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রকিবউদ্দীন আহমদ বলেন, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে এই বীর যোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদানের মধ্য দিয়ে অ্যাসোসিয়েশন তাদের প্রতি কিছুটা হলেও দায়বদ্ধতা পালন করল।'